দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 MAY 200...

মাদ্রাসা শিক্ষাকে কোনভাবেই হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না

–শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন বলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পাসের হার শূন্য হলে শিক্ষকদের দাবীর কথা বলতে লজ্জাবোধ হয়। তাই নকলের জেহাদে বিজয় শেষে এখন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাসের হার শূন্য হটানোর জেহাদে অবতীর্ণ হয়ে সফলতা অর্জন করতে হবে নতুবা এমপিও বন্ধ ঠেকানো যাবে না। তিনি বলেন, নৈতিক মূল্যবোধ অর্জনের শিক্ষা ব্যবস্থা মাদ্রাসা শিক্ষাকে কোনভাবেই হেয় প্রতিপন্ন করতে দেয়া যাবে না। তাই মাদ্রাসা শিক্ষকদেরকে অত্যন্ত সচেতন হতে হবে, হুঁশিয়ার হতে হবে তাদের মর্যাদা রক্ষায়। শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, ফাজিল ও কামিলকে মান দেয়ার বিষয়ে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনে কাজ চলছে। মাদ্রাসার শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের বিষয়টি ওলামায়ে কেরাম এবং শরীয়া বোর্ডের সাথে আলাপ-আলোচনা করে মীমাংসার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের উদ্যোগে পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধ এবং খারাপ ফলাফল অর্জনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে ভাল ফলাফলে উদ্বুদ্ধকরণ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছিলেন। মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বোর্ড ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আসহাবুর রহমান। মাদ্রাসা বোর্ডের রেজিস্ট্রারার আবদুল কাদের সরকার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুন নূর, বাংলাদেশ জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী, কেন্দ্রীয় নেতা যায়নুল আবেদীন এবং ওলামা দলের শাহ নেছারুল হকসহ সারাদেশ থেকে আসা কেন্দ্র সচিবগণ।

শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী বলেন, মাদ্রাসা পরীক্ষায় এখনও কিছু কিছু সূক্ষ্ম নকলপ্রবণতা আগামী দিনের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় শীর্ষ ফলাফলের ঐতিহ্য এবং মাদ্রাসা শিক্ষকদের সম্মান রক্ষায় তাদেরকে খুঁজে বের করে তা চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে হবে। আর এক্ষেত্রে কেন্দ্র সচিবদেরকে সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি বলেন, মাদ্রাসা পরীক্ষায় নকলকে কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

মন্ত্রী বলেন, বর্তমান সরকার বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া মাদ্রাসা শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে। আর একারণেই স্বাধীনতার পর আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ে এত দাবী উত্থাপনের সুযোগ হয়েছে। এহসানুল হক মিলন বলেন, মাদ্রাসায় পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা দিতে হবে আর তখন এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষ তাদের সন্তানদের নৈতিক শিক্ষার স্বার্থে মাদ্রাসা শিক্ষাকেই বেছে নেবে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রতি মানুষের এ শ্রদ্ধাকে ধরে রাখতে হবে।

প্রফেসর মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী নকলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সফলতা অর্জনের পর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক শতকরা ১০০ ভাগ ফলাফল অর্জনের দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু করেছেন। তিনি কেন্দ্র সচিবগণকে একাজে যথাযথ দায়িত্ব পালনে শপথ গ্রহণ করান। তিনি বলেন, ফাজিল-কামিলের মান দেয়া, এবতেদায়ী মাদ্রাসার শিক্ষকদের বেতন প্রদান, মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর, মাদ্রাসার ৫ম ও ৮ম শ্রেণীতে বৃত্তি পরীক্ষাসহ শিক্ষকদের দাবীসমূহ এ সরকারের আমলেই পূরণ হবে এবং এ লক্ষ্যে কাজ চলছে।

মাওলানা শাব্বীর আহমদ মোমতাজী ফাজিল-কামিলের মান প্রদান, মাদ্রাসায় শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা শিক্ষিকা নিয়োগের নির্দেশ বাতিল এবং মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কার কমিটির সুপারিশসমূহ অবিলম্বে বাস্তবায়নের দাবী করেন। তিনি পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে হঠাৎ করে কেন্দ্র পরিবর্তন না করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রিন্সিপাল যায়নুল আবেদীন বলেন, মাদ্রাসায় সঠিক মানে পাঠদান করলে ছাত্রের অভাব হয় না। তিনি বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষার ফিডার প্রতিষ্ঠান এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষকদের বেতন নিশ্চিত, তাদেরকে পিটিআই-এর মত প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং দেশব্যাপী মাদ্রাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালুর দাবী করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার বিষয়ে সংস্কার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে মোনাজাত পরিচালনা করেন জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা নূর মুহাম্মদ।